সহযাত্রী
এম, পি, প্রোডাকসন্সের ছবি

এম-পি প্রোডাকসন্স লিঃ'র নিবেদন

• সহযাত্রী •

কাহিনী, সংলাপ ও গান—শৈলেন রায়

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অগ্রদূত :: সঙ্গীত পরিচালনা : রবীন চ্যাটার্জ্জী

নৃত্য পরিচালনা : মণি বর্দ্ধন

চিত্রগ্রহণ : বিভূতি লাহা
শিল্প-নির্দ্দেশ : তারক বসু
শব্দধারণ : যতীন দত্ত
দৃশ্য-সজ্জা : সুধীর খান
সম্পাদনা : কমল গাঙ্গুলী
রূপসজ্জা : বসির আমেদ
কর্ম্মসচিব : বিমল ঘোষ
ব্যবস্থাপনা : তারক পাল

সহকারী :

পরিচালনায় : সরোজ দে, পার্ব্বতী দে, নিশীথ বন্দ্যোঃ, বিশ্বনাথ বন্দ্যোঃ
সঙ্গীতে : উমাপতি শীল
চিত্রশিল্পে : বিজয় ঘোষ, অমল রায়
শব্দযন্ত্রে : অনিল তালুকদার, জগন্নাথ চট্টোঃ
সম্পাদনায় : পঞ্চানন চন্দ্র, রঞ্জিত রায়, রমেন ঘোষ
রূপসজ্জায় : ক্ষুদিরাম, রমেশ দে
ব্যবস্থাপনায় : সুবোধ সেন, বীরেন হালদার
আলোক-নিয়ন্ত্রণে : সুধাংশু ঘোষ, নারায়ণ চক্রঃ, শম্ভু ঘোষ, নব মল্লিক, লালমোহন মুখোঃ
দৃশ্যসজ্জায় : গোবিন্দ ঘোষ, জগবন্ধু সাউ, যোগেশ পাল, অমল বেরা

স্থির-চিত্র : ষ্টিল ফটো সার্ভিস্ :: যন্ত্র-সঙ্গীত : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা

চিত্র-পরিস্ফুটন : ইউনাইটেড সিনে লেবরেটরী

রূপায়ণে : ভারতী দেবী, উত্তমকুমার, করবী গুপ্তা
মলিনা জহর গাঙ্গুলী পদ্মা কমল মিত্র
অলকা হরিধন মুখোঃ অর্পণা আদিত্য ঘোষ
সাবিত্রী সন্তোষ সিংহ তারা ভাদুড়ী জহর রায়
সন্ধ্যা দেবী গৌতম মুখোঃ আশা দেবী গৌরীশঙ্কর
নিভাননী পঞ্চানন ভট্টাঃ তপন মিত্র নিশীথ সরকার

নৃত্য-রূপায়ণে : শেফালী দত্ত, মেনকা দত্ত, মেরু বন্দোপাধ্যায়, চাঁদতারা, রেখা ভৌমিক, যুথিকা চক্রবর্ত্তী মিহির রায় চৌধুরী, কেনেথকুমার, শুকদেব, মানিক পাল, গোরাচাঁদ দাস, কালুশঙ্কর

পরিবেশন : ডি ল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ
৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

1951

কাহিনী

বিরূপাক্ষ গুপ্ত কথা দিয়েছিলেন যে, তাঁর পুত্রাধিক প্রিয় শ্যালিকা পুত্রের সঙ্গে প্রবীর দাশগুপ্তের একমাত্র মেয়ে রমলার বিয়ে দেবেন। কিন্তু এদের সমাজের অন্ধ আধুনিকতা, আর কৃত্রিম হাব-ভাবে সুনীতিকুমার হাঁপিয়ে ওঠে। অথচ মেশোমশাই-এর সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে বিরুদ্ধাচারণ করার মত দুঃসাহস তা'র নেই। তাই কিছুদিনের জন্য অজ্ঞাতবাসের সিদ্ধান্ত করে সে নিরুদ্দিষ্ট হল। একমাত্র চন্দ্রকান্ত মুহুরী ছাড়া তার গতিবিধির কথা আর কারও জানা রইল না।

শিলিগুড়ি ষ্টেশন। সুনীতি কুমার দার্জ্জিলিং যাবার গাড়ীতে নিজের সংরক্ষিত কামরাটিতে সবে উঠে বসেছে এমন সময় ম্যাণ্ডোলা হাতে করে আর এক জোড়া বেমানান গগল্‌সে চোখ ঢেকে এক তরুণী এসে সুনীতি কুমারের কামরাটির ওপর দাবী জানিয়ে বল্লে—"আপনি ভুল করেছেন।—এ গাড়ী আমার!"

সুনীতিকুমার প্রবল আপত্তি তুলতে প্রকাশ পেলো তরুণীর নামও সুনীতি—সুনীতিলতা। পঞ্চশরের কৌতুকে দুজনে একই ফাঁদে এসে পড়েছে!

এদিকে ট্রেণ ছেড়ে দেয়। লতাকে বাধ্য হ'য়ে কুমারের গাড়ীতেই উঠতে হ'লো। শুধু তাই নয়, অনিচ্ছাসত্ত্বে কুমারের সাহায্যও গ্রহণ করতে হ'লো। কুমারের জেরায় প্রকাশ পেলো যে সে-ও কাকার ভয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে। জেরার ফলে কিন্তু লতার আশঙ্কা হয় যে কুমার ডিটেক্‌টিভ, কাকা'র ইঙ্গিতে তার পিছু নিয়েছে!

কিন্তু বোঝা-পড়া একটা ক'রে নিতে হয়। তা' ছাড়া পঞ্চশরও নিশ্চেষ্ট নন। তাই সন্দেহের আড়ালেও দুজনের মধ্যে একটা সম্প্রীতি গ'ড়ে উঠলো। তারা পরস্পরের নামকরণ ক'রে নিলো—'সহযাত্রী' আর 'সহজিয়া'!

টেলিগ্রাম পেয়ে লতার দিদি সুপ্রীতি—আর কুমারের দিদি ওদের এগিয়ে নিতে দার্জ্জিলিং ষ্টেশনে এসেছেন। সেই সূত্রে লতার কাছে কুমারের পরিচয়ের সত্যিকারের রহস্যটুকু উদ্ঘাটিত হল। সুনীতিকুমার ডিটেক্‌টিভ নয়, বিলেতের পাশ করা এফ-আর-সি-এস ডাক্তার!

এদিকে কুমারের অন্তর্ধানের পর বিরূপাক্ষের সঙ্গে করুণাময়ীর কথা কাটাকাটি লেগেই আছে। বিরূপাক্ষ স্ত্রীর নিশ্চিন্ত ভাব দেখে সন্দেহ করেন—হয়তো শ্রীমানের অন্তর্ধানের সঙ্গে মাসীর যোগাযোগ আছে। মুখে বলেন—পাপ বিদেয় হয়েছে, ভালই হয়েছে। এদিকে লুকিয়ে স্ত্রীর নামে কাগজে বিজ্ঞাপন পাঠান, "সুনীতিকুমার ফিরিয়া আইস। ইতি—তোমার মাসীমা!"...

বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে কুমার আর লতার আবার দেখা। এবার ওদের মধ্যে সঙ্কোচের বাধা অনেকটা কেটে গেছে। হঠাৎ কুমার প্রশ্ন করে বসে,—"আপনার গোত্রটা ?"—"কী হলে আপনার সুবিধা হয় ?"- "যদি বলি শক্তৃ" - লতা স্বীকার করে। "আপনি শক্তৃ—আমি ধন্বন্তরী —রাশি আমি বৃশ্চিক আপনি নিশ্চয়ই কর্কট—যাকে বলে রাজযোটক !"—ছোট্ট একটি "বেহায়া" বলে লতা সরে পড়ে।—

এর পরই কিন্তু লতা আর কুমারের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের মেঘ ঘনিয়ে এল। ওদের দুজনের মধ্যে এল ডালিয়া আর তার মা। শেষ অবধি কুমারকে পাবার আশা নেই জেনে ডালিয়া করল বিষোদ্গার। লতাকে বাধ্য হয়ে দার্জ্জিলিং ছাড়তে হল। চিঠিতে ঠিক হল লতার সঙ্গে কুমারের আবার দেখা হবে পয়লা অক্টোবর—নির্দ্দিষ্ট সময়ে, নির্দ্দিষ্ট স্থানে।—এই সাক্ষাতের মধ্যেই ওদের দু'জনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

ডালিয়ার কাছ থেকে লতা আর কুমারের কুৎসা-ভরা চিঠি পেয়ে বিরূপাক্ষও ছেলেকে সায়েস্তা করতে দার্জ্জিলিং-এ ছুটলেন। সুনীতিকুমার মেসোমশাইয়ের ভয়ে কোনও রকমে জানালা টপ্‌কে পালালো। কলকাতায় ফিরে এসে সুনীতি কুমারকে দেখে বিরূপাক্ষ দুর্ব্বাসার মত জ্বলে উঠলেন। মেসোমশাই-এর সঙ্গে সুনীতিলতা সম্বন্ধে গভীর মতান্তর হওয়ায় সুনীতি কুমারকে আবার ঘর ছাড়তে হল।

এদিকে কাকার বাড়ীতে লতা আর সুপ্রীতির স্থান হল না। তারা গিয়ে ভাড়াটে বাড়ীতে উঠল।

পয়লা অক্টোবর অনেক বাধা এড়িয়ে লতা যখন নির্দ্দিষ্ট স্থানে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে এল—লগ্ন তখন ফুরিয়েছে—কুমার চলে গেছে। কুমার লতার খোঁজে তার কাকার বাড়ীতে গেল—কিন্তু সেখানে গিয়ে এমন ব্যবহার পেল যে লতাকে ভুল বুঝতে তার বাধল না।

এর পরের ঘটনা। কুমার তার বন্ধুর সঙ্গে পাটনায় ডাক্তারী করে।

বিরূপাক্ষ আর করুণাময়ী একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন। এদিকে ব্যাঙ্ক ফেল পড়ায় লতা আর সুপ্রীতিরাও সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে। সংসার চালাতে বাড়ীতে তারা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াবার ব্যবস্থা করেছে। ছেলেমেয়ে পড়িয়ে যা পায়—আর রেডিওতে গান গেয়ে সুনীতিলতার যা হয়—এই নিয়ে তাদের সংসার চলে।

একদিন রেডিওতে লতার গানের বেদনা কুমারের হৃদয় স্পর্শ করতে সহসা কুমার এসে হাজির হল। কিন্তু লতা এমনি বদলেছে যে—সে হঠাৎ দেখে তাকে চিন্‌তেই পারল না। লতা কুমারকে ভুল বুঝলো। সে ধরে নেয় মেয়েদের রূপ গেলে সবই গেল—। ঘরের দ্বার বন্ধ করে লতা কাঁদে। সুপ্রীতির কাছে সব কথা শুনে কুমার লতাকে বোঝানোর চেষ্টা করে—কিন্তু সুনীতিলতা কিছুতেই দোর খোলে না।

পরদিন কুমার আবার আসে। কিন্তু সুনীতির বদলে হ'লো আর একজনের আবির্ভাব। সে সুনীতির যমজ বোন—সুরুচি। চেহারা এক হলেও রুচি আর মনের দিক থেকে তাদের মধ্যে তফাৎ অনেকখানি। সুরুচি শকুন্তলার ভূমিকায় নামবে। উপরোধে ঢেঁকি গেলার মত কুমারকে টিকিট কিনতে হল।

অপ্রসন্নচিত্তেই কুমার গেলো সে নাটক দেখতে। কিন্তু তার মধ্যে যে রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হলো—তাতে আপনাকেও স্বীকার করতে হবে

— কিম আশ্চর্য্যম অতঃ পরম !

(১)*চক্ষে চক্ষে রাখি পাইনা তারে,
বক্ষে মাল্য করি তবু সে হারায়—
কাছে এলে দূরে যাই, দূরে গেলে ব্যথা পাই
—মন শুধু করে হায় হায়।
ভাবিতে চাহিনা তারে তবু সে যে ভাবনার,
সাধিতে চাহিনা হায় তবু যেন সাধনার,
মায়াবী সে মনোহর, আপনারে করে পর
—না বাঁধিয়া বাঁধন পরায়।

রূপে তার ধূপ জ্বলে, সে রূপে আগুন আছে,
বুকের গন্ধ তাই পারিনা লুকাতে লাজে।

দিন গেল ভেবে মোর, ভয়ে ভয়ে নিশি ভোর,
কে জানে কখন এসে ধরিবে অতনু চোর।
মন মৃগ ছুটে যায়, ফুলশর পিছে ধায়,
শিকারী এসেছে মৃগয়ায়॥

(২)**ফুল হাসে আর চেয়ে দেখি—
আমারি এ নিখিলে
তাহার হাসির তুলনা যেন গো মিলে।
সরমে জড়ানো আঁখি দুটি
আবেশে যেন গো ছিল ফুটি;
নীলাভ আঁখির তুলনা দেখি যে
নীল সাগরের নীলে
লতাটি শুধায়—বাহু দুটী হেরি
বল্লরী বুঝি ছিলে।

চম্পক বলে, আমারে ভুলালে
চম্পক বরণী গো
গোলাপেরা বলে, গোলাপ গন্ধ
তোমার অঙ্গে কি গো?

মেঘ ভাবে হেরি কালো কেশে
এতো কালো ছিল কোন্ দেশে।
চকিত-গমনা হরিণীরা বলে,
কে ওরে ছন্দ দিলে।
কবি বলে, শুধু কবিতার মাঝে
তোমারই তুলনা মিলে।

(৩)***কুমার—গগনে সঘন ঘটা
উড়ায় কে মেঘ জটা
পাপিয়া পুকারে পিয়া পিয়া রে—
ডালিয়া ও সুনীতি লতা—
বারি ঝরে ঝননন বায়ু বহে শননন
পিয়া বিনা কাঁপে ডরে হিয়া রে!
ছেলেরা ও মেয়েরা—
ঈশান মেঘে আষাঢ় মাসে
শুকান মাটী জলে ভাসে
কিষাণ বঁধু কান্দে আহা আহা রে—
লতা—গ্রীষ্ম শরৎ মরে খেদে,
ফাগুন গেল কেঁদে কেঁদে—
মেয়েরা—মাদলের তাল দে রে বাদলের ছন্দে
কদমের ফুল ফোটে মিঠে মিঠে গন্ধে
কুমার—নয়ন হায় স্বপন ছায়, কে তুমি গো
কে তুমি গো—
আলোছায়ায় একি মায়ায় উঠেছে আজ
কুসুমি গো॥
লতা—বাঁশীটারে দে রে, দোলন চাঁপার ফুল দে—
নাচের নেশায় মনকে চাই ভুলতে!
—ঐ কাজলা বাঁশের তোর মোহন বাঁশী
সুরের ছোঁয়ায় করে মন উদাসী!
মেয়েরা—(আহা) গন্ধে ঢাকা যত বেলের কুঁড়ি
অন্ধ আঁখি চায় খুলতে!
বিলম্ব সহে না সই পলকে উতলা হই
পথ রোধি দাঁড়ায়ে ননদী—
আমারে না হেরি হায় যদি শ্যাম ফিরে যায়
সে দুখের রবে না অবধি।
আষাঢ় মাসেও পাবো না কি তাহারে।
কুমার—ওগো কে গাহে আমারে উদাসিয়া,
ভরা বাদলে মিলন সুধা দিয়া,
কার চোখের আভাস, ঐ শ্রাবণ আকাশ—
কার স্বপন বিরহ জাগানিয়া॥
ওগো আমি যে তোমারি লাগি গো
শুধু তোমারি স্বপনে জাগি গো,
এই হৃদয়খানি দেখ আঁখি দিয়া॥

ছেলেরা—তোমরা কারা? তোমরা কারা?
তোমরা কারা?
ডালিয়া—আজকে দিনে যাদের চাও—
মেয়েরা—আমরা তারা, আমরা তারা,
আমরা তারা!
লতা—হায় গো বঁধু আমরা শুধু কিষাণ বধূ
তাও জানো না ঘাসের ফুলেও রয় যে মধু!
কুমার—আজি এ শ্রাবণ মেঘমায়ায়,
শ্যামল তমাল বনছায়ায়,
লতা—বেঁধেছি স্বপনে ঝুলনা হায়,
দুলিবি কে আজি দুলিবি আয়!
ছেলেরা ও মেয়েরা—
ঐ দেখ ঐ গগন তলে, মেঘ ধেনুরা গোষ্ঠে চলে
ছুটছে ওরা দলে দলে, মেঘের মাথায় মাণিক জ্বলে,
দেখছো নাকি হাযরে হায়, মেঘের ফাঁকে
চাঁদ দেখা যায়!

(৪)****কুমার—ভালবাসার পরশমণি—কোথায়
তারে পাই,
কোন ভুবনের ফুলটি সে যে কোন
গগনের চাঁদ,
তারে নাইরে জানা নাই!
আকাশ ভাবে সে বুঝিরে মাটীর ঘরে রয়,
মাটীর স্বপন তারই লাগি গগন পানে ধায়—
ভাবে ধূলির সে যে নয়।
গন্ধ বলে রয় সে ধূপে—
ধূপ বলে সে সুবাস রূপে—
বাঁশী সে কয়—সুরের মাঝে তাহার ঠিকানাই,
সুর বলে যে বাঁশীর বুকে তার-ই খোঁজে যাই।
লতা—পাখীর গানে সুর রাঙাতে,
ফুলের চোখে ঘুম ভাঙাতে,
অগোচরের সে যাদুকর কোথায় নিল ঠাঁই!
পাখীর সে কি—ফুলের সে কি?
নাইরে জানা নাই!

ওরে, খবর জানা নাই!
মিলন কহে, সে বিরহে, দুঃখ কহে সুখে,
বিরহ কয় সে মিলনে, সুখ বলে সে দুখে—
আলোক বলে, সে জন কালো,
আঁধার বলে, সেই তো আলো,
জীবন বলে, সেইতো মরণ, গান যে
তারি গাই—
মরণ বলে, সেইতো জীবন, তাইতো
পিছে ধাই!
ওরে নাইরে জানা নাই,
ভালবাসার পরশমণি—কোথায় তারে পাই!

এম, পি, প্রোডাকসন্স লিঃ'র

আগামী সুচিত্র-সম্ভার !

সুকুমার দাশগুপ্ত পরিচালিত

প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রেঃ ঃ দেবযানী, করবী, পদ্মা,
অসিতবরণ, পাহাড়ী, জহর

পশুপতি চ্যাটার্জ্জী পরিচালিত

নষ্ট নীড়

শ্রেঃ সুনন্দা, করবী,
উত্তমকুমার, কমল

বাঙ্গালীর শৌর্য্যের গৌরব গাথা

প্রতাপাদিত্য

পরিচালনা ঃ অগ্রদূত

লীলা কক্ষ

চিত্রনাট্য ঃ শৈলেন রায়
শ্রেঃ স্মৃতিরেখা, উত্তম

এম, পি, প্রোডাকসন্স লিমিটেড (৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা)
কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ
(১।এ, টেগোর ক্যাসল ষ্ট্রীট) কর্ত্তৃক মুদ্রিত।